গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
টিএ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mos.gov.bd

নং-১৮.০০.০০০০.০১৯.০০৬.০৮.২১-১০০

তারিখঃ ৩১ আষাঢ় ১৪২৮ / ১৫ জুলাই ২০২১

বিষয়: পবিত্র ঈদ-উল-আযহা-২০২১ উপলক্ষে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ১৪-০৭-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে পবিত্র ঈদ-উল-আযহা-২০২১ উপলক্ষে সদরঘাট, ঢাকা হতে দূরপাল্লাগামী লঞ্চ, পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া, পাটুরিয়া-কাজিরহাট, শিমুলিয়া-বাংলাবাজার, শিমুলিয়া-মাঝিকান্দি, চাঁদপুর-শরিয়তপুর, ভোলা-লক্ষ্মীপুর এবং লাহারহাট-ভেদুরিয়া রুটে ফেরী সার্ভিস ও দেশের বিভিন্ন নৌপথে স্টীমার, লঞ্চসহ জলযানসমূহ সুষ্ঠুভাবে চলাচল ও যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ যথাযথ কর্মপন্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ১৪-০৭-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদ্সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ সভার কার্যবিবরণী-০৭ পাতা।

১৫/৭/২১

(এস. এম. শাহ হাবিবুর রহমান হাকিম)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪৬০৭২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)ঃ

১। মেয়র, ঢাকা দক্ষিণ/ উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। মহাপুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ সদর দপ্তর, ঢাকা।
৪। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/বরিশাল।
৬। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৭। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি, ফেয়ারলী হাউজ, বাংলামটর, ঢাকা।
৮। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা।
৯। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
১০। মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
১১। মহাপরিচালক, কোস্টগার্ড, ব্লক-ই, প্লট ১২/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
১২। পুলিশ কমিশনার, মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/খুলনা।
১৩। ডিআইজি, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/বরিশাল রেঞ্জ।
১৪। ডিআইজি, নৌপুলিশের কার্যালয়, মিরপুর-১, ঢাকা।
১৫। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/চট্টগ্রাম/নারায়ণগঞ্জ/চাঁদপুর/মানিকগঞ্জ/মুন্সীগঞ্জ/পাবনা/রাজবাড়ী/মাদারীপুর/বরিশাল/ঝালকাঠি/পটুয়াখালী/শরিয়তপুর/খুলনা/ভোলা/বরগুনা/লক্ষীপুর/পিরোজপুর।
১৬। পুলিশ সুপার ঢাকা/ চট্টগ্রাম/নারায়নগঞ্জ/চাঁদপুর/মানিকগঞ্জ/মুন্সীগঞ্জ/পাবনা/রাজবাড়ী/মাদারীপুর/বরিশাল/ঝালকাঠি/পটুয়াখালী/শরিয়তপুর/খুলনা/ভোলা/বরগুনা/লক্ষীপুর/পিরোজপুর।
১৭। উপপুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক), দক্ষিণ, ঢাকা।
১৮। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বিজিএমইএ, কাওরান বাজার, ঢাকা।
১৯। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বিকেএমইএ, কাওরান বাজার, ঢাকা।
২০। সভাপতি, বাঅনৌচ (যাত্রী পরিবহন) সংস্থা, ১৪ পুরানা পল্টন, দারুস সালাম আর্কেড (৫ম তলা), ঢাকা।
২১। সভাপতি, লঞ্চ মালিক সমিতি, সদরঘাট টার্মিনাল ভবন, ঢাকা।

২২। সভাপতি/মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতি, ২১ রাজউক এভিনিউ, বিআরটিসি ভবন, ৬ষ্ঠ তলা, মতিঝিল, ঢাকা।
২৩। চেয়ারম্যান/সেক্রেটারী জেনারেল, বাংলাদেশ বাস-ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশন, ২৫৭/ক বাগবাড়ী, হাজী আহসান উল্লাহ কমপ্লেক্স, দারুস সালাম থানা, গাবতলী, মিরপুর, ঢাকা।
২৪। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যান মালিক সমিতি, তেজগাঁও ট্রাক টার্মিনাল, মসজিদ ম্যানসন (৪র্থ তলা), ঢাকা।
২৫। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ রিকন্ডিশন ভেগিকেলস ইমপোর্টারস এন্ড এসোসিয়েশন (বারভিডা), আকরাম টাওয়ার/১১তলা বিজয় নগর, ঢাকা।
২৬। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যান এজেন্সী মালিক সমিতি, তেজগাঁও ট্রাক টার্মিনাল, ব্যাংক বিল্ডিং, ঢাকা।
২৭। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, ২৮ রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।
২৮। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আন্তঃজেলা ট্রাক ড্রাইভার্স ইউনিয়ন, তেজগাঁও,ঢাকা।
২৯। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ নৌযান শ্রমিক ফেডারেশন, ৩১/৩২ পিকে রায় রোড, বাবু বাজার, বাংলা বাজার, ঢাকা।
৩০। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক ড্রাইভারস্ ইউনিয়ন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩১। সভাপতি, বাংলাদেশ জাহাজী শ্রমিক ফেডারেশন, ১৯ নং করিমী মার্কেট, বঙ্গবন্ধু সড়ক, নারায়নগঞ্জ।
৩২। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি, ঢাকা।

অনুলিপি ঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিবের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর জনসংযোগ কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। প্রোগ্রামার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৭। অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা/প্রশাসন/উন্নয়ন/বন্দর) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৮। যুগ্মসচিব (টিএ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
টিএ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল-আযহা, ২০২১ উপলক্ষে ঢাকার সদরঘাট হতে দূরপাল্লার লঞ্চসহ পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া, পাটুরিয়া-কাজিরহাট, শিমুলিয়া-বাংলাবাজার, শিমুলিয়া-মাঝিকান্দি, চাঁদপুর-শরিয়তপুর, ভোলা-লক্ষীপুর এবং লাহারহাট-ভেদুরিয়া রুটে ফেরি সার্ভিস ও দেশের বিভিন্ন নৌপথে স্টীমার, লঞ্চসহ জলযানসমূহ সুষ্ঠুভাবে চলাচল, যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ যথাযথ কর্মপন্থা গ্রহণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী ঃ

সভাপতি ঃ খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী, এম.পি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
তারিখ ঃ ১৪.০৭.২০২১।
সময় ঃ বিকাল ৩:০০টা
স্থান ঃ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।

সভায় সশরীরে উপস্থিত এবং ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ পরিশিষ্ট-'ক' দ্রষ্টব্য।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। শুরুতে নৌপবিরহন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী সভার আলোচ্য বিষয়ে আলোকপাত করেন এবং আসন্ন ঈদ-উল- আযহা ২০২১ উপলক্ষে বিদ্যমান কোভিড পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে নৌপথে স্বাস্থ্যবিধি মেনে যাত্রী সেবা, নিরাপত্তা, নৌরুট ব্যবস্থাপনা, নৌবন্দর/ টার্মিনালসমূহের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় ইত্যাদি বিষয়ে সকলের মতামত উপস্থাপনের আহবান জানান। আসন্ন ঈদে ঘরমুখো এবং ফিরতি যাত্রী সাধারণের যাত্রা নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা সর্বদা সচেষ্ট মর্মে উল্লেখপূর্বক আসন্ন ঈদে যাত্রী সাধারণ যেন নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেন সেলক্ষ্যে তিনি লঞ্চমালিকদেরকেও সচেষ্ট থাকার আহবান জানান। অত:পর সভাপতির অনুমতিক্রমে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের টিএ অধিশাখার যুগ্মসচিব জনাব এ টি এম মোনেমুল হক সভার আলোচ্যসূচী উপস্থাপন করেন। উপস্থাপিত কার্যপত্রের উপর আলোচনা আহবান করা হলে অংশগ্রহণকারীগণ নিম্নরূপভাবে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করেনঃ

২.২। জেলা প্রশাসক মুন্সিগঞ্জ সভায় অংশ নিয়ে জানান যে, বাল্কহেড এবং স্পীডবোটসমূহ চলাচলের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করা উচিৎ। তিনি ডুবুরি সংকটের বিষয়টিও সভায় উত্থাপন করেন। জেলা প্রশাসক, রাজবাড়ী বলেন, লঞ্চ যাতে অর্ধেক যাত্রী বোঝাই হওয়া মাত্রই টার্মিনাল ত্যাগ করে যাত্রা আরম্ভ করে সে বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে। দৌলতদিয়া ফেরীঘাট ২১টি জেলার প্রবেশদ্বার। পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া নৌরুটে নাব্যতা সংকট নেই। এ নৌরুটে ২০টি ফেরী রাখতে হবে। এর মধ্যে ১০টি রো রো ফেরী রাখতে হবে। দৌলতদিয়া প্রান্তে ৬টি ঘাট রয়েছে। সব ঘাটগুলো সচল রাখতে হবে। তিনি আরো বলেন দৌলতদিয়া প্রান্তে বিআইডব্লিউটিএ'র কর্মকর্তাগণকে সার্বক্ষণিক অবস্থান করতে হবে। তিনি বলেন, দৌলতদিয়া সংযোগ সড়ক সচল রাখতে হবে। এছাড়া, ঘাটে লাইটিং ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে পুলিশের পাশাপাশি এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণকে নিয়োজিত করা হবে। জেলা প্রশাসক মাদারীপুর আলোচনায় অংশ নিয়ে জানান নদীতে স্রোত বেশী হলে ফেরী চলাচল ধীর হয়ে যায়। সে কারণে ফেরী সংখ্যা

বাড়ানোর জন্য তিনি অনুরোধ জানান। জেলা প্রশাসক বরিশাল জানান যে, মাঝ নদীতে ছোট ছোট নৌকা থেকে কিছু যাত্রী বড় লঞ্চে উঠেন যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে নদীতে স্পীডবোট চলাচল বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সভায় লক্ষ্মীপুর, মাদারীপুর ও মানিকগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসকগণও তাদের মতামত ব্যক্ত করেন।

২.৩। এছাড়া পুলিশ সুপার, রাজবাড়ী; পুলিশ সুপার, মানিকগঞ্জ; পুলিশ সুপার, মুন্সীগঞ্জ; পুলিশ সুপার পাবনা; পুলিশ সুপার মাদারীপুর; পুলিশ সুপার লক্ষ্মীপুর এবং পুলিশ সুপার বরিশাল আলোচনায় অংশগ্রহণ করে ঈদে ঘরমুখো ও ফিরতি যাত্রীদের নৌপথে পারাপারে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে অদ্যকার সভার সিদ্ধান্তের আলোকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেন। পুলিশ সুপার মুন্সিগঞ্জ জানান ঈদের সময় ঢাকা হতে অনেক যাত্রী উবার/মটর সাইকেল যোগে ঘাটে আসে বিধায় ফেরীতে উবার/মটর সাইকেল যত্রতত্র পার্কিং এর ফলে অন্যান্য গাড়ীসমূহ ফেরীতে পার্কিং করতে খুবই অসুবিধার সৃষ্টি হয়। তিনি আরো জানান যে, ঘাটের উপরে বিআইডব্লিউটিএ'র যে পার্কিং এরিয়া রয়েছে তা অপ্রতুল। তিনি পার্কিং এরিয়া বৃদ্ধির জন্য বিআইডব্লিউটিএ'র সহযোগিতা কামনা করেন। বিরূপ আবহাওয়ায় ডাম্ব ফেরীসমূহ চলতে অসুবিধা হয় বলে এ ঘাটে ফেরী সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যও তিনি অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে বিআইডব্লিউটিসি'র চেয়ারম্যান জানান, ডাম্ব ফেরী বিরূপ আবহাওয়ায় চলাচলে অসুবিধা হলে রো রো ফেরী দেয়া হবে। পুলিশ সুপার মাদারীপুর সভাকে অবহিত করেন যে, আসন্ন ঈদে ঘরমুখো যাত্রী সাধারণ যাতে করে প্রত্যেকে মাস্ক পরিধান করে যাত্রা করে সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া সরকার প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক ৫০% এর অধিক যাত্রী কোন লঞ্চ যাতে বোঝাই করতে না পারে সে বিষয়টিও তিনি নিশ্চিত করার অনুরোধ জানান। পুলিশ সুপার বরিশাল লঞ্চে ৫০% এর বেশী যাত্রী যেন আরোহণ করতে না পারে বিআইডব্লিউটিএ'র কর্মকর্তাগণ কর্তৃক তদারকির অনুরোধ জানান।

২.৪। কমডোর গোলাম সাদেক, চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ বলেন, আসন্ন ঈদে ঘরমুখো এবং ফিরতি যাত্রী সাধারণের যাত্রা স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনপূর্বক নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে অন্যান্য সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয় করে বিআইডব্লিউটিএ সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ঈদে ঘরমুখো যাত্রী সাধারণকে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হবে উল্লেখপূর্বক তিনি জানান নাব্যতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনে ড্রেজিং করা হবে।

২.৫। সৈয়দ মো: তাজুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি বলেন, আসন্ন ঈদে ঘরমুখো যাত্রী সাধারণের যাত্রা নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ করার ক্ষেত্রে বিআইডব্লিউটিসি প্রয়োজনীয় সার্বিক উদ্যোগ গ্রহণ করবে। তিনি জানান যে সমস্ত নৌরুটে ফেরী সংকট রয়েছে সে সমস্ত নৌরুটে ফেরী সংখ্যা বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

২.৬। জনাব মাহবুব উদ্দিন আহমদ (বীরবিক্রম), সভাপতি, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌচলাচল (যাপ) সংস্থা বলেন, চলমান কোভিড পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে সরকার কর্তৃক আরোপিত বিধিনিষেধসমূহ লঞ্চ মালিকগণ মেনে চলবেন। সকল যাত্রীবাহী লঞ্চসমূহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে ৫০% যাত্রী নিয়ে চলাচল করবে মর্মে তিনি জানান। তাছাড়া এ সময়ে বাল্কহেডসমূহ যাতে নদীতে চলাচল করতে না পারে বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্যও তিনি অনুরোধ জানান।

২.৭। ডিআইজি, নৌ-পুলিশ জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম বলেন, নৌ-পুলিশ নৌপরিবহণ সেক্টরে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। তবে বর্তমানে যাত্রীদের দুর্ভোগ কমেছে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। পূর্বের ন্যায় এবছরও মাঠ পর্যায়ের সমস্যা সমাধান করা হবে। তাছাড়া

যাত্রী সাধারণ যাতে মাস্ক পরিধানসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে যাত্রা করে এবং ৫০% এর বেশী যাত্রী যাতে লঞ্চে আরোহন করতে না পারে সে বিষয়ে নৌপুলিশের সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

২.৮। কমান্ডার আজাদ, জোনাল কমান্ড, ঢাকা কোস্টগার্ড বলেন, সরকারের সকল নির্দেশনা মেনে নৌপথে সুষ্ঠু যাত্রী চলাচলের নিরসনের জন্য কোস্টগার্ডের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

২.৯। জনাব মুনসুর খালেদ, সিনিয়র অতিরিক্ত সচিব, বিজিএমইএ বলেন, আসন্ন ঈদে গার্মেন্টস শ্রমিকরা যেন স্বাস্থ্যবিধি মেনে যাত্রা করে সে বিষয়ে তাদের নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

২.১০। সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ নৌযান শ্রমিক ফেডারেশন এই সভা আহ্বান করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলনে যে, শ্রমিকরা যেন স্বাস্থ্যবিধি মেনে যাত্রা করে সে বিষয়ে শ্রমিকদের নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

২.১১। জনাব মো: খলিলুর রহমান, বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, চলমান কোভিড পরিস্থিতিতে সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। তিনি কোভিডের ভয়াবহতা রুখতে সংশ্লিষ্ট সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ঈদ যাত্রা নিশ্চিত করার অনুরোধ জানান।

২.১২। সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সকলের মতামতের প্রেক্ষিতে জনান বিদ্যমান কোভিড পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিরাপদ ঈদ যাত্রা একটি চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। তিনি নদীতে যেন স্পীডবোট এবং বাল্কহেড চলাচল করতে না পারে সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান। পটুয়াখালীর গলাচিপা-রাঙ্গাবালী রুট ছাড়া অন্য কোন রুটে স্পীডবোট চলবে না বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন। ঈদ যাত্রাকে স্বস্তিদায়ক করতে যাত্রীদের সুবিধার জন্য জেলা পরিষদ/ পৌরসভার সহায়তায় যাত্রীদের জন্য মোবাইল টয়লেট স্থাপন করা যায় কিনা বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য জেলা প্রশাসকগণসহ সংশ্লিষ্টদের তিনি অনুরোধ জানান। তাছাড়া যে সমস্ত নৌরুটে ফেরী সংকট রয়েছে সে সমস্ত নৌরুটে ফেরী সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য চেয়ারম্যান বিআইডব্লিউটিসিকে অনুরোধ জানিয়ে তিনি উল্লেখ করেন যে, বৃষ্টি বাদলের মৌসুম হওয়ায় আবহাওয়ার বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সকলকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

২.১৩। এ পর্যায়ে সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বলেন, চলমান কোভিড পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনসহ সরকারী বিধি নিষেধসমূহ মেনে চলে ঈদ যাত্রার বিষয়ে অদ্যকার ঈদ প্রস্তুতি সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। নৌপরিবহন ব্যবস্থা পূর্বের থেকে এখন অনেক নিরাপদ। কোভিড-১৯ থেকে সুরক্ষার জন্য সরকার সকল নাবিক, নৌশ্রমিক এবং সংশ্লিষ্টদের টিকা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় নৌশ্রমিকদের প্রণোদনা প্রদানের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। এরপরও বিদ্যমান সমস্যাসমূহ সমাধান করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি আরোও উল্লেখ করেন ব্যক্তি কেন্দ্রিক চিন্তা ভাবনা ছেড়ে রাষ্ট্র কেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা করতে হবে। ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন করতে হবে। ঈদের আগে ও পরে সারা বছর সতর্কতার সাথে লঞ্চ পরিচালনা করতে হবে এবং আইন না মানার যে সংস্কৃতি চালু রয়েছে তা পরিহার করতে হবে বলে তিনি এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা আহ্বান করেন। তিনি আরোও উল্লেখ করেন যে, নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে, লঞ্চের ছাদে যাত্রী উঠানো যাবে না, পর্যায়ক্রমে গার্মেন্টসসমূহ ছুটির বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে যোগাযোগ করতে হবে। আবহাওয়ার সংকেত অনুযায়ী নৌযান চালাতে হবে। ঘাটসমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রেকারের ব্যবস্থা করতে হবে। একটি দুর্ঘটনায় ভুক্তভোগী যাত্রীদের পরিবারে চরম ভোগান্তি ও

অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। নিরাপদ ব্যবস্থায় ফেরী পরিচালনা করতে হবে। বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি, নৌপরিবহন অধিদপ্তরের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নৌপথ নিরাপদ রাখতে হবে।

৩.০। বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ

আলোচ্য বিষয়	প্রস্তাবসমূহ	বাস্তবায়নকারী
ক) যাত্রী সেবা নিশ্চিতকরণ	১) সদরঘাটে শৃঙ্খলা রক্ষা ও যাত্রীদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য ট্রাফিক পুলিশের পাশাপাশি আনসারসহ কমিউনিটি পুলিশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, বিআইডব্লিউটিএ, বাঅনৌচ (যাপ) সংস্থা ও লঞ্চ মালিক সমিতি।
	২) (ক)করোনা ভাইরাস (COVID-19) জনিত রোগ বিস্তার রোধে স্বাস্থ্য বিভাগের প্রণীত গাইড লাইন/স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে অনুসরণ করে সদরঘাটসহ অন্যান্য নৌবন্দরে যাত্রীসহ নৌযান পরিচালনার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে; (খ) স্পীডবোট চালকদের করোনা টেস্ট করিয়ে নিতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ, মেট্রোপলিটন পুলিশ, জেলা পুলিশ, নৌ-পুলিশ, বাঅনৌচ (যাপ)সংস্থা ও লঞ্চ মালিক সমিতি।
	৩) সদরঘাট থেকে বাহাদুরশাহ পার্ক পর্যন্ত রাস্তা যানজটমুক্ত এবং সদরঘাট টার্মিনাল ও লঞ্চসমূহ হকারমুক্ত রাখতে হবে। ঈদের পরে ফিরতি যাত্রীদের চলাচল নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে সদরঘাট টার্মিনালের সম্মুখস্থ রাস্তা হতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশে মধ্যরাতের পর থেকে মিনিবাস, লেগুনা, অটোরিক্সা ও টেম্পোসমূহ এলোমোলোভাবে অবস্থান না করে নির্ধারিত স্ট্যান্ডে পার্কিং নিশ্চিত করতে হবে ;	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন।
	৪) নৌপথে চলাচলকারী যাত্রী সাধারণ যে কোন জরুরী প্রয়োজনে ও সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে বিআইডব্লিউটিএ'র হট লাইন নম্বরঃ ১৬১১৩-তে যোগাযোগ করবেন। বিআইডব্লিউটিএ'র হট লাইন নম্বরটি সর্বসাধারণকে অবহিত করার জন্য ব্যাপক প্রচার করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ
	৫) অভ্যন্তরীণ সকল নদী বন্দরে বর্তমান ব্যবস্থাপনায় পানীয় জল, পয়ঃনিষ্কাশন, যাত্রীদের নিরাপত্তা, মোবাইল চার্জিং, ব্রেষ্ট ফিডিং এর ব্যবস্থাসহ শিশু, মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের চলাচল/পারাপারে বিশেষ সুযোগ সুবিধা ও সেবা অধিকতর উন্নত করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ও জেলা পুলিশ।
	৬) সদরঘাটে পর্যাপ্ত সংখ্যক ডাস্টবিন স্থাপন, জনগণকে ডাস্টবিন ব্যতীত নদীতে কিংবা পন্টুন/গ্যাংওয়েতে ময়লা আবর্জনা ফেলতে নিরুৎসাহিত করা। স্বেচ্ছাসেবক নিয়োজিত করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করণে সকল ঘাটে এ ব্যবস্থা চালু করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ ও সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা।
	৭) টার্মিনালসমূহে সতর্কতামূলক বাণী মাইকে প্রচার, ডিসপ্লে, মনিটরে প্রদর্শন ও লঞ্চে টেলিভিশন মনিটরে সচেতনতামূলক বাণী ও জরুরী বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ,তথ্য মন্ত্রণালয় ও লঞ্চমালিক সমিতি।
	৮) ঘাট ইজারাদার কর্তৃক যাত্রী হয়রানি বন্ধে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ ও বিআইডব্লিউটিএ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ।
	৯) লঞ্চে যাত্রী ওঠার সময় থেকে নির্ধারিত পোষাক পরিধান করতঃ লঞ্চের মাস্টার, ড্রাইভার ও অন্যান্য কর্মচারীদের অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, বাঅনৌচ (যাপ) সংস্থা, লঞ্চ মালিক সমিতি
	১০) প্রতিটি নৌযানে আবশ্যিকভাবে পর্যাপ্ত সংখ্যক ডাষ্টবিন স্থাপন এবং লঞ্চের যাত্রী ও লঞ্চ স্টাফদের ব্যবহার্য উচ্ছিষ্টাংশ/বর্জ্য নির্দ্ধারিত ডাষ্টবিনে ফেলা নিশ্চিত করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ, বাঅনৌচ (যাপ) সংস্থা ও লঞ্চ মালিক সমিতি।

	১১) লঞ্চের অনুমোদিত ভাড়ার চেয়ে বেশি ভাড়া আদায়ে এবং নদীর মাঝপথে নৌকাযোগে যাত্রী উঠালে সংশ্লিষ্ট লঞ্চ মালিক/চালকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ;	বিআইডব্লিউটিএ, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, নৌ-পুলিশ ও কোষ্টগার্ড।
	১২) ঘাটে অপেক্ষামান বাস, ট্রাক অন্যান্য পরিবহন শ্রমিক ও যাত্রীদের জন্য পর্যাপ্ত বিশ্রামাগার ও টয়লেটের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি।
	১৩) ঈদ উপলক্ষে ঢাকা সদরঘাটে যাত্রী সাধারণের সুষ্ঠু ও নিরাপদে যাতায়াতের স্বার্থে গুলিস্তান থেকে সদরঘাট পর্যন্ত এলাকায় রাস্তায় যাতে গরুরহাট বসতে না পারে সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ।
খ) যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ	১) পটুয়াখালীর গলাচিপা-রাঙ্গাবালী রুটে স্পীডবোট চলবে;	বিআইডব্লিউটিএ, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ ও নৌ-পুলিশ।
	২) ঢাকা নদী বন্দরে নির্মিত ওয়াচ টাওয়ার হতে সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য রোস্টারের মাধ্যমে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, বাঅনৌচ (যাপ) সংস্থা ও লঞ্চ মালিক সমিতি।
	৩) রাতের বেলায় সকল প্রকার মালবাহী জাহাজ, বালুবাহী বাল্কহেড চলাচল বন্ধ রাখতে হবে। আগামী ১৫/০৭/২০২১ হতে ২২/০৭/২০২১ তারিখ পর্যন্ত দিনের বেলাও সকল বালুবাহী বাল্কহেড চলাচল বন্ধ রাখতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ ও নৌ-পুলিশ, সংশ্লিষ্ট সমিতি।
	৪) নৌপথে ডাকাতি, চাঁদাবাজি, শ্রমিক, যাত্রীদের হয়রানি ও ভীতিমূলক অবস্থা প্রতিরোধ করার জন্য রাতে পুলিশের টহল এর ব্যবস্থা করতে হবে;	সংশ্লিষ্ট জেলা পুলিশ, নৌ পুলিশ ও কোষ্টগার্ড।
	৫) প্রত্যেক ঘাট এলাকায় যাত্রীদের জানমাল নিরাপত্তার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের (জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ, নৌ-পুলিশ ও কোষ্টগার্ড) সমন্বয়ে ভিজিলেন্স টীম গঠন করতে হবে;	সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ, নৌ-পুলিশ ও কোষ্টগার্ড।
	৬) নদীতে এলোমেলোভাবে ট্যাংকার, লঞ্চ, কোষ্টার, বার্জ ইত্যাদি নৌযান বার্দিং/চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, নৌ-পুলিশ, কোষ্ট গার্ড।
	৭) কোন ক্রমেই লঞ্চের যাত্রী ও মালামাল ওভারলোড করা যাবে না;	বিআইডব্লিউটিএ, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, লঞ্চ মালিক সমিতি, বাঅনৌচ (যাপ) সংস্থা ও নৌ-পুলিশ।
	৮) প্রত্যেক লঞ্চে প্রশস্ত সিঁড়ি এবং সিঁড়ির দুই পাশে মজবুত রেলিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। লঞ্চের মুরিং কাজে ব্যবহৃত পুরাতন/জরাজীর্ণ আলাদ (Rope) পরিবর্তন করে নতুন/মজবুত আলাদ সংযোজন করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, লঞ্চ মালিক সমিতি ও বাঅনৌচ (যাপ) সংস্থা।
	৯) নদীর মাঝপথ থেকে নৌকা দিয়ে যাত্রী লঞ্চে/নৌযানে যাতে উঠতে না পারে তার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে নিয়োজিত করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, নৌ পুলিশ, বাংলাদেশ কোষ্ট গার্ড, লঞ্চ মালিক সমিতি, বাঅনৌচ (যাপ) সংস্থা।
	১০) যাত্রী সাধারণ ও নৌযানের নিরাপত্তার স্বার্থে নৌপথে/পথিমধ্যে লঞ্চ সমূহের অসম প্রতিযোগীতা/সংঘর্ষ পরিহার করতে হবে।	লঞ্চ মালিক সমিতি, বাঅনৌচ (যাপ) সংস্থা।
	১১) কেবিনের যাত্রীদের ছবি/মোবাইল নম্বর/জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর সংরক্ষণ করতে হবে।	লঞ্চ মালিক সমিতি, বাঅনৌচ (যাপ) সংস্থা।
	১২) আবহাওয়া সংকেত অনুসরণপূর্বক লঞ্চ পরিচালনা নিশ্চিত করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, লঞ্চ মালিক সমিতি

		ও বাঅনৌচ (যাপ) সংস্থা।
	১৩) নৌপথে যে কোন অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনায় প্রয়োজনীয় সহযোগীতা ও উদ্ধার কার্যক্রম গ্রহণের জন্য উদ্ধারকারী জলযান প্রস্তুত রাখতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ।
গ) নৌ-রুট ব্যবস্থাপনা	১) ঈদের পূর্বে ০৩ দিন ও ঈদের পরের দিন নিত্য প্রয়োজনীয় ও দ্রুত পচনশীল পণ্যবাহী ট্রাক ব্যতীত সাধারণ ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যান ফেরীতে পারাপার বন্ধ রাখতে হবে;	বিআইডব্লিউটিসি
	২) লঞ্চের স্বাভাবিক চলাচল নিশ্চিতকল্পে নৌপথে সকল মাছ ধরার জাল পাতা বন্ধ রাখতে হবে;	সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপার, নৌ পুলিশ, কোষ্টগার্ড।
	৩) নৌপথে পর্যাপ্ত বয়া, বাতি ও মার্কিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ।
	৪) শিমুলিয়া-বাংলাবাজার, মাঝিকান্দি, দৌলৎদিয়া-পাটুরিয়া, আরিচা-কাজিরহাট, ইলিশা-মজুচৌধুরীরহাট, লাহারহাট-ভেদুরিয়া, হরিনা-আলুবাজার এ সমস্ত ফেরীঘাটসহ অন্যান্য সকল নৌ-চ্যানেল সার্বক্ষণিক সচল রাখার লক্ষ্যে ঘাট/পয়েন্ট উন্নয়ন ও সংরক্ষণ, ফেরী পন্টুন স্থাপন, নাব্যতা সংরক্ষণের নিমিত্তে খনন কার্যক্রম ও মার্কিংসহ পার্কিং ইয়ার্ড প্রস্তুত রাখা এবং নাব্যতা রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ড্রেজার, এক্সাভেটর নিয়োজিত রাখতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি।
	৫) ফেরীঘাট ব্যবস্থাপনা কমিটি সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা নিয়ে ঘাটে নির্বিঘ্ন সিরিয়াল প্রদানের ব্যবস্থা করবে;	বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি,সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশ।
	৬) স্টীমার/ লঞ্চ/স্পীডবোট হতে নির্ধারিত ভাড়ার অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা যাবে না।	বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি বাঅনৌচ (যাপ), লঞ্চ মালিক সমিতি।
ঘ) নৌযান বৃদ্ধি/ পুনর্বিন্যাস	১) ভোলা(ইলিশা)-লক্ষ্মীপুর (মজুচৌধুরীরহাট) রুটে নৌযানের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি
	২) পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া, শিমুলিয়া-বাংলাবাজার ও আরিচা-কাজিরহাট রুটে ৬টি ফেরীঘাটে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রেকার রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিসি
	৩) চাঁদপুর-বরিশাল রুটে লঞ্চ মালিক সমিতির ৬টি লঞ্চ ও বিআইডব্লিউটিসির ২টি স্টীমার রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি লঞ্চ মালিক সমিতি ও বাঅনৌচ (যাপ) সংস্থা।
ঙ) কো-অর্ডিনেশন	১) বিআইডব্লিউটিএ, জেলা প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ, নৌপুলিশ, লঞ্চ মালিক, , কোস্টগার্ডসহ লঞ্চ, স্টীমার ও অন্যান্য নৌযান মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের কর্মকর্তা/নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে সভা অনুষ্ঠান এবং সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহ।
	২) আসন্ন ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে অভ্যন্তরীণ নৌপথে যাত্রি সাধারণের সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নে যাতায়াতের নিমিত্ত ঢাকা ও গাজীপুর মেট্রোপলিটন এলাকায় গার্মেন্টস ও নিটওয়ার সেক্টরের নিয়োজিত কর্মীদের এলকাভিত্তিক/পর্যায়ক্রমে ছুটি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	বিজিএমইএ
	৩) সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, বিআইডব্লিউটিএ'র বন্দর কর্মকর্তা, লঞ্চ মালিক, শ্রমিক নেতৃবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে সভা করতে হবে;	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার, বিআইডব্লিউটিএ'র বন্দর কর্মকর্তা।
	৪) সার্বিক অবস্থা মনিটরিংয়ের জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভিজিলেন্স টিম গঠন করবে;	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
	৫) ফেরীঘাট, লঞ্চঘাট ও স্পীডবোট ঘাটসমূহে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় ও	সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও

	অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই নিয়ন্ত্রণের জন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে;	পুলিশ সুপার
	৬) চট্টগ্রামের সদরঘাট হতে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে হাতিয়া, সন্দ্বীপ ও ভোলা ইত্যাদি স্থানে গমণাগমনের লঞ্চ/জাহাজের যাত্রীদের নিরাপত্তা, বিশ্রাম, টয়লেট সুবিধাদি ইত্যাদি সেবা প্রদানে চট্টগ্রামেও একটি কমিটি গঠন এবং বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি'র সার্বিক সহযোগিতা প্রদান নিশ্চিত করবে। বিআইডব্লিউটিএ'র আঞ্চলিক অফিস কর্তৃক এই কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।	জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম, পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম, বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি।
চ) বিবিধ	১) (ক) ২২-০৭-২০২১ তারিখ রাতে সে সকল লঞ্চ গন্তব্যে পৌঁছাবে সেগুলোকে আবার ঢাকায় বা অনত্র বার্দিং-এ গমনের সুযোগ দিতে হবে। (খ) দৌলতদিয়া ট্রাক টার্মিনাল যানবাহন চলাচলের উপযোগী রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশ।
	২) সকল ফেরী ঘাটে ফেরীর ডাস্টবিন ডিসর্চাজ করার ব্যবস্থা করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক।
	৩) শিমুলিয়া-ইলিয়াস আহমেদ চৌধুরীরঘাট (বাংলাবাজার) নৌরুটে নৌদুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য পদ্মা নদীতে ঘূর্ণাবর্ত এলাকা মার্কিং করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ।
	৪) দুর্ঘটনায় ডুবে যাওয়া নৌযান/লঞ্চ/জাহাজের অবস্থান যাতে সনাক্ত করা যায় সেজন্য প্রত্যেক নৌযান/লঞ্চ/জাহাজের ছাদের সাথে ২০০/৩০০ ফুট শক্ত রশি দিয়ে বড় প্লাষ্টিক কন্টেইনার/বয়াঁ বেঁধে রাখতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ, লঞ্চ মালিক সমিতি ও বাঅনৌচ (যাপ) সংস্থা।

৪.০। পরিশেষে সভাপতি ঈদ উল আযহা উপলক্ষে ঘরমুখো ও কর্মস্থলে ফিরতি যাত্রীদের নিরাপদ ভ্রমণ নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৪.০৭.২১

(খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী এম.পি)
প্রতিমন্ত্রী